দৈনিক ইনকিলাব

206

তারিখ 20 AUG 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

উপজেলা পরিক্রমা

সখিপুর

॥ মহিবুর রহমান ॥

একদা সখিপুর ছিল পাহাড়িয়া পাড়াগাঁ। বসতি ছিল কম। আজ সেখানে অট্টালিকার পর অট্টালিকা গড়ে উঠছে। সখিপুর উপজেলার শালবনের নৈসর্গিক স্নিগ্ধ ছায়াতলে চেনা, অচেনা মানুষের উচ্ছলানন্দ উপচে পড়ছে।

১৯৭৬ সালে সখিপুর থানা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ১৯৮৩ সালে সখিপুর থানা উপজেলায় উন্নীত হয়।

কৃষি

এ উপজেলার প্রধান উৎপাদিত ফসল হচ্ছে ধান, পাট, ইক্ষু ও গম। ভূমিহীন কৃষকের পরিমাণ প্রায় ৩ হাজার। প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের অভাবে এখানে রেকর্ড পরিমাণ কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে না। সখিপুরের জমির পরিমাণ প্রায় ৫৫ হাজার একর। এর মধ্যে চাষযোগ্য প্রায় ৪৩ হাজার একর। পতিত জমির পরিমাণ ১০ হাজার একর। সখিপুর উৎপাদিত ফসলের শত্রু হচ্ছে ইঁদুর। এ বছর ইঁদুর নিধন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছিল। ফলে ফসলের ১/ ভাগ ক্ষতির পথকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। গভীর ও অগভীর নলকূপের অভাবে এ উপজেলায় কৃষকরা চাষাবাদে বিভিন্ন সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। খরা, বন্যা, ভাল বীজ ও কীটনাশকের অভাবে কৃষকরা লক্ষ্য মাত্রায় ফসল উৎপাদন করতে পারছে না।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

এ উপজেলায় ১টি হাসপাতাল, ২টি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১টি পশু হাসপাতাল ও ২টি দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। হাসপাতালে জীবন রক্ষাকারী অনেক ওষুধই নেই। তা ছাড়া ব্যাণ্ডেজ, স্যালাইন, ট্যাবলেট ও বিভিন্ন তরল জাতীয় ওষুধের অভাব লেগেই আছে। প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে না। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হয়। এখানে কোন জরুরী বিভাগ চালু নেই। বেডের অভাবে রোগীদের মেঝেতে রাখা হয়। বিভিন্ন মেডিকাল অফিসারের ৩/৪টি পদ শূন্য রয়েছে।

খাবার পানির সমস্যা

সখিপুর একটি পাহাড়ী এলাকা। খাল, বিল, নদী-নালা নেই এখানে। পুকুর বা কূপ এখানের খাবার পানির উৎস। প্রতি বছর শুষ্ক মওসুমে এখানে পানির সংকট দেখা দেয়। এ উপজেলায় নলকূপের সংখ্যা খুব কম। এখানে প্রায় ২ লাখ অধিবাসীর জন্য নলকূপ রয়েছে মাত্র ১২৭৯টি। এর মধ্যে ৫৭৮টি গভীর ও অগভীর ৭০৯টি। যা জনসংখ্যার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। [illegible]০/১৫০ জন লোকের জন্য একটি নলকূপ বরাদ্দ থাকলেও সখিপুরে তা নেই। একটি সূত্র জানায় সমস্ত উপজেলায় ৮টি গভীর এবং ৪০টি অগভীর নলকূপ অকেজো হয়ে পড়েছে। সিলিণ্ডার কলাম পাইপ ও কানেকটিং পাইপের অভাবে ৫০টিরও বেশী নলকূপ বন্ধ রয়েছে। ইতিমধ্যে ৫৮টি তারা ডিপসেট পাম্প বরাদ্দ হয়েছে এবং স্থান নির্বাচনের কাজ চলছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রয়োজনের তুলনায় এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ১৪টি হাই স্কুল, ৮৭টি প্রাইমারী স্কুল, ১টি কলেজ ও ১টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। শিক্ষা ব্যবস্থায় সখিপুর উপজেলা উন্নত নয়। এখানের শিক্ষার হার ২৫·৩২% চলতি অর্থ বছরে আইডিএ কর্তৃক উপজেলার ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্রিক বিল্ট করা হবে। সম্প্রতি টাঙ্গাইলে "শিক্ষা কল্যাণ ফাউণ্ডেশন" গড়ে উঠেছে। এখান থেকে গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। ফলে অন্যান্য উপজেলার মত এখানেও শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

এখানকার একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে সড়ক। এখানে নৌ-যোগাযোগও নেই। পাহাড়িয়া দুর্গম এলাকা হিসেবে এখানে যোগাযোগ তীব্র থেকে তীব্রতর সংকট দেখা দিচ্ছে। সখিপুরের বাস ভাড়া ২/৩ গুণ বেশী নেয়া হচ্ছে। গোড়াই-সখিপুর মাত্র ১৮ মাইল। অথচ সেখানে ৯/১০ টাকা ভাড়া আদায় করা হয়। আয়তনের তুলনায় এখানে সড়ক ব্যবস্থা অপ্রতুল। পাকা রাস্তা ১৩ মাইল এবং কাঁচা রাস্তা ৩৫ মাইল। সংস্কারের অভাবে রাস্তায় খাদের সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তায় দু'পাশে ড্রেন না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতে পানি জমে কাদার সৃষ্টি করে। ফলে এখানে মশা ও অন্যান্য রোগজীবাণুর বংশ বিস্তার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

হাট-বাজার

এ উপজেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে বেশ কয়েকটি হাট রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি হাট উল্লেখযোগ্য। সখিপুরের হাটগুলোর অবস্থা বর্তমানে সংকটাপন্ন। সদর হাটের ভেতর কোন উচু রাস্তা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতে পানি জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। অনেক হাট-বাজারে ছাউনি নেই। এখানে ইজারাদারদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ২/৩ গুণ বেশী করে খাজনা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাজার থেকে মোটা অংকের কর আদায় করা সত্ত্বেও হাট-বাজারগুলোর সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না।